সোনালি যুগের মায়েরা

শায়খ মোখতার আহমাদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

সোনালি যুগের মায়েরা ৪

মহীয়সী নারী ও রত্নগর্ভা মায়েরা ১৩

হাজেরা আলাইহাস সালাম ২২

আল্লাহর প্রতি হাজেরার অগাধ আস্থা, বিশ্বাস ২৪

অনন্য পরীক্ষা ২৮

ইমরানের কন্যা মারইয়াম ২৯

বংশপরিচয় ৩০

আল্লাহর দেওয়া রিযিক ৩৩

কুমারী মা ৩৪

কথা বলল নবজাতক শিশু ৩৮

একজন পবিত্র নারীর দৃষ্টান্ত ৩৯

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ ৪১

জন্ম ও বংশ পরিচয় ৪১

বিবাহ ৪২

ব্যবসা-বাণিজ্য ৪২

নবিজির সাথে বিবাহ ৪৩

সন্তান-সন্ততি ৪৩

নবিজির জীবনে খাদিজার অবদান ৪৪

মৃত্যু ৪৭

ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ ৪৮

ইসলাম গ্রহণ ৪৮

শৈশব ও কৈশোর ৪৯

বিয়ে ৫০

সংসার জীবন ৫১

দারিদ্রের কষাঘাত ৫২

সন্তান-সন্ততি ৫৪

পিতার অন্তিম রোগশয্যায় ৫৬

মৃত্যু ৫৭

ফাতিমার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ৫৮

আফিয়্যা বিনতু আবদুল মুত্তালিব ৫৯

যুদ্ধে বীরত্ব ৫৯

কাব্য প্রতিভা ৬১

একজন গর্বিত মা ৬২

মৃত্যু ৬২

নাসিবা বিনতু কাব ৬৩

নামের উচ্চারণ ৬৪

স্বামী-সন্তান ৬৪

ইসলাম গ্রহণ ৬৫

ইসলামের জন্য অবদান ৬৬

ইলমের সাগর ৬৮

ইয়ামামার রণাঙ্গনে ৬৮

তার ছেলেদের বীরত্ব ৭০

নাসিবাকে দেওয়া সম্মান ৭২

খানসা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনী ৭৪

জন্ম ও ডাকনাম ৭৪

কাব্যপ্রতিভা.....৭৫

ইসলামের জিহাদে বিশ্বাসী.....৭৫

মৃত্যু.....৭৭

আরওয়া বিনতু আবদিল মুত্তালিব ৭৮

আদর্শ মা হিসেবে আরওয়া ৭৯

মৃত্যু ৮১

উম্মু আইমান বারাকা ৮২

উম্মু আইমানের বীরত্ব.....৮৩

আহলে বাইতের সাথে তাঁর স্মৃতি..... ৮৫

ইন্তেকাল..... ৮৬

আদর্শ সন্তানের মা..... ৮৭

নাওয়ার বিনতু মালিক..... ৮৯

মূল্যায়ন এখানেই..... ৮৯

নাওয়ারের বিখ্যাত সন্তান ৯০

আসমা বিনতু আবি বকর.....৯৪

মুহাজিরদের প্রথম সন্তান..... ৯৫

ইসলামের জন্য অবদান..... ৯৬

উম্মু হানির গল্প ১০১

পরিচয়.....১০২

ইসলামপূর্ব জীবন ১০২

ইসলাম গ্রহণ.....১০২
আদর্শ মা রূপে উম্মু হানি..... ১০৩
বিশেষ মর্যাদা.....১০৬
উম্মু হানিকে স্বাগত জানানো ১০৭
জ্ঞান বিস্তারে এবং হাদিস বর্ণনায় উম্মু হানি..... ১০৮
ইন্তেকাল.....১০৯

উম্মুল ফাদল লুবাবা..... ১১০
ইসলাম গ্রহণ.....১১১
নবিজির পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্মান.....১১২
হাদীস বর্ণনায় অবদান..... ১১৪
ইন্তেকাল..... ১১৪

হিন্দ বিনতু উতবা..... ১১৫
ইসলাম গ্রহণ ও বাইয়াত ১১৭
হিন্দের জ্ঞানগর্ভ বাণী ১২১
খলিফার প্রতি সম্মান..... ১২২
ছেলের প্রতি সতর্কতা.....১২৩
যুদ্ধক্ষেত্রে অবদান ১২৫
মৃত্যু..... ১২৫

মায়ের দুআ : ইমাম বুখারি..... ১২৬
জন্ম ১২৬
মায়ের দুআ..... ১২৭
ইলমের সাগরে ১২৮
পুরো উম্মাহর গৌরব..... ১২৯
মৃত্যু..... ১৩০

এক বিধবার কাহিনী ১৩১

বিধবা মায়ের দৃঢ়তা ১৩১

ইলমচর্চায় উৎসাহ ১৩২

শিক্ষা সফরে পাঠানো ১৩২

ইমাম শাফিয়ি সম্পর্কে অন্যদের মতামত ১৩৩

ইমাম শফিয়ির পেছনে তাঁর মায়ের অবদান ১৩৪

মহীয়সী নারী ও রত্নগর্ভা মায়েরা

কাফিরদের মধ্যে এমন অনেক দুর্ভাগার নাম আমাদের জানা আছে, যারা হাজারও চেষ্টার পরও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে মাথা নত করেনি। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন হাজারো বুজুর্গ ছিলেন, যাঁরা তাওহিদের আওয়াজ শোনার সাথে সাথে ইসলামের বেষ্টনীতে প্রবেশ করেন। পুরুষ সাহাবিদের সাথে মহিলা সাহাবিরাও এই মর্যাদার অংশীদার। শুধু অংশীদারই নন, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষেরও অগ্রগামী। কোনো রকম চেষ্টা-তদবির ও জোর-জবরদস্তি ছাড়াই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে মাথা নত করেন। রাসূলে কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> **‘আমি সোমবার দিন নবুওয়ত লাভ করি, আর খাদিজা সেই দিনের শেষ ভাগে নামাজ পড়ে। আলি পরের দিন মঙ্গলবার নামাজ পড়ে। তারপর যায়িদ ইবনু হারিসা ও আবু বকর নামাজে শরিক হয়।’**[১]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়, রিসালাত-সূর্য উদয় হওয়ার প্রথম দিনে এ বিশ্বের দিগন্তে যে আলো ফেলে, সে আলো এক কোমল হৃদয়, এক পবিত্র-আত্মা মহিলার জ্যোতির্ময় অন্তরকে ভেদ করে।

---

[১] তাখরীজ মুসনাদ, (আহমাদ শাকের), ৫/১৮১।

ইসলামের সূচনাপর্বে ইসলাম কবুল করার চেয়ে ইসলামের ঘোষণা দানের জন্য সাহস, নির্ভীকতা ও শক্ত মনোবলের প্রয়োজন ছিল বেশি। কাফিরদের বাধা-বিপত্তি ও জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও পুরুষ সাহাবিদের পাশাপাশি মহিলা সাহাবিরাও চূড়ান্ত রকমের সাহস ও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন।

মহিলা সাহাবিরা খুব সহজে শুধু ইসলাম গ্রহণই করেননি, বরং তাঁরা স্বাচ্ছন্দভাবে ইসলামের প্রচারও করেছেন। সহিহ বুখারির তায়াম্মুম অধ্যায়ে এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের এক অভিযানে একজন মহিলাকে বন্দি করে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে হাজির করেন। তার নিকট মশক-ভর্তি পানি ছিল। সাহাবায়ে কেরাম পানির প্রয়োজনে তাকে বন্দি করেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পানি নেন, তবে তার মূল্য পরিশোধ করেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন সততায় মহিলাটি ঈমান আনে এবং তার প্রভাবে তার গোটা গোত্র মুসলিম হয়ে যায়।

উম্মু শুরাইক রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয় যে, যে সত্য তিনি লাভ করেছেন তা অন্যদের সামনেও তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য। তিনি মক্কার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে কুরাইশ পাষণ্ডরা তাঁকে ধরে তাঁর গোত্রের লোকদের হাতে তুলে দেয়। তাদের হাতে তিনি অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হন। অবশেষে তাঁর মাধ্যমে তাঁর গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেন।

পুরুষ সাহাবিদের সাথে মহিলা সাহাবিরাও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেন। সুমাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কাফিররা তাঁর ওপর নানা রকম অত্যাচারের কসরত চালায়। মক্কার উত্তপ্ত বালুর মধ্যে লোহার বর্ম পরিয়ে দুপুরের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখত। তারপরেও তিনি ইসলামের ওপর অটল থাকতেন। একদিন দুপুরবেলায় রোদে লোহার বর্ম পরিয়ে তাঁকে তপ্ত বালুর ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সুমাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে

বললেন: 'ধৈর্য ধরো; জান্নাতই হবে তোমার ঠিকানা।' এত অত্যাচার করেও কাফিররা তৃপ্ত হয়নি। অবশেষে আবু জাহেল বর্শা বিদ্ধ করে তাঁকে শহিদ করে দেয়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বোন ইসলাম গ্রহণ করলেন। সে-কথা উমরের কানে গেলে এমন নির্দয়ভাবে তাঁকে মারপিট করেন যে, তাঁর সারা দেহ রক্তে ভিজে যায়। তারপরেও তিনি বিন্দুমাত্র টললেন না। উমরের মুখের ওপর সাফ বলে দিলেন, 'যা ইচ্ছা করুন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেই ফেলেছি।'

ইসলাম গ্রহণের কারণে দাসী লুবাইনা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উমর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যেতেন। তখন বলতেন, 'তোমার প্রতি দয়া ও করুণাবশত থেমে যাইনি, ক্লান্ত হয়ে থেমেছি।'

লুবাইনা রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও ছাড়ার পাত্রী নন। তিনি বলতেন, 'আপনি ইসলাম গ্রহণ না করলে আল্লাহও আপনাকে এমন শাস্তি দেবেন।'[১]

এমনিভাবে যিন্নীরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপরও কঠোর নির্যাতন চালাতেন। উম্মু শুরাইক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রুটি ও মধু খাইয়ে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে উত্তপ্ত বালুর ওপর রাখা হতো। পিপাসায় বুক শুকিয়ে যেত, এক ফোঁটা পানির জন্য কাতরাতেন; পানি দেওয়া হতো না।

পুরুষ সাহাবিরা যখন ঈমান আনলেন, তখন কাফিরদের সাথে তাঁদের সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু এতে তাঁদের ঈমানি শক্তিতে কোনো রকম তারতম্য সৃষ্টি হয়নি। মহিলা সাহাবিদের অবস্থা এ ব্যাপারে পুরুষ সাহাবিদের চেয়ে বেশি নাজুক ছিল। মানুষ যদিও তার সকল আত্মীয়-বন্ধুর সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, তবে একজন নারীর জীবনের সকল নির্ভরশীলতা স্বামীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। জীবনের কোনো অবস্থায়ই সে স্বামীর ওপর নির্ভরতা ছাড়া চলতে পারে না। পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু একজন নারী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও মহিলা সাহাবিরা এমন এক স্পর্শকাতর সম্পর্ককেও ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং নিজেদের কাফির স্বামীদের থেকে

[১] আনসাব আল-আশরাফ, ১/১৯৭; ইবনু হাজার (রহ) এ সাহাবিয়্যার নাম লাবিবা এবং ডাকনাম উম্মু উবাইস বলেছেন। (আল-ইসাবা, ৪/৩৯৯, ৩৭৫)।

হাজেরা আলাইহাস সালাম

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বসবাস করতেন ব্যাবিলনে। তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ায় মুশরিকরা তাঁর বিরধিতা শুরু করল। একপর্যায়ে তাঁকে নিক্ষেপ করল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। আল্লাহ তাআলা সেই আগুন থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে স্ত্রী সারা আলাইহাস সালাম এবং ভাতিজা লূত আলাইহিস সালামকে নিয়ে শামে চলে গেলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। এরপর সেখান থেকে হিজরত করলেন মিশরে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۶﴾ وَ
وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَیْنٰهُ
اَجْرَهٗ فِی الدُّنْیَا ۚ وَاِنَّهٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ

অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লূত। ইবরাহীম বললেন, "আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাঁকে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয়ই পরকালেও সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত

হবে।’[১]

মিশরের অত্যাচারী সম্রাট ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাত্র তিন বারই কথাকে ঘুরিয়ে বলেছিলেন। তার মধ্যে দুবার ছিল আল্লাহ প্রসঙ্গে। তাঁর উক্তি

فَقَالَ اِنِّیۡ سَقِیۡمٌ

“তারপর বলল, আমি তো অসুস্থ।”[২]

এবং তাঁর পুনরায় উক্তি

قَالَ بَلۡ فَعَلَهٗ ۖ كَبِیۡرُهُمۡ هٰذَا فَسۡـَٔلُوۡهُمۡ اِنۡ كَانُوۡا یَنۡطِقُوۡنَ ﴿۶۳﴾

“সে বলল, বরং তাদের এ বড়টিই একাজ করেছে। তাই এদেরকেই জিজ্ঞাসা কর, যদি এরা কথা বলতে পারে।”[৩]

বর্ণনাকারী বলেন, ‘একবার তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সারা কোনো এক অত্যাচারী শাসকের এলাকায় এসে পৌঁছলেন। (তা ছিল মিশর।) তখন শাসককে সংবাদ দেওয়া হলো যে, এ এলাকায় একজন লোক এসেছে। যার সাথে একজন অতীব সুন্দরী মহিলা রয়েছে। শাসক তখন ইবরাহীমের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল, “এ মহিলাটি কে?”

তিনি উত্তর দিলেন, “মহিলাটি আমার (দ্বীনি) বোন।”

তারপর তিনি সারার কাছে এসে বললেন, “সারা! তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো মুমিন নেই। এ লোকটি তোমার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরো না।”

এরপর (অত্যাচারী শাসক) সারাকে আনার জন্য লোক পাঠাল। সারা তখন তার শাসকের কাছে গেলেন। শাসক তাঁর দিকে হাত বাড়ানো মাত্রই

---

[১] সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২৬-২৭।

[২] সূরা আস-সফফাত, ৩৭ : ৮৯।

[৩] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৬৩।

ইমরানের কন্যা মারইয়াম

ইমরান আলাইহিস সালাম এর কন্যা মারইয়াম আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ তাআলা সতীত্ব ও পবিত্রতার উচ্চ আসনে বসিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহতাআলা বলেন,

وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَ
صَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿٢١﴾

> **(আল্লাহ আরো উদাহরণ পেশ করেন) ইমরান কন্যা মারইয়াম-এর, যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর সে তার রবের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।"[১]**

প্রিয় মুসলিম বোনেরা! অনুগ্রহ করে বলবেন না যে, আমি মারইয়াম নই, আমার পরিবার ইমরান আলাইহিস সালাম এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় বা আমার কাছে কোনো ফেরেশতা এসে আমার সতীত্ব, পবিত্রতার ঘোষণা দেননি। আমার সাথে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটেনি যা মারইয়াম আলাইহিস সালাম এর সাথে ঘটেছিল। তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া অতি অলৌকিক ঘটনা ছিল ব্যতিক্রম এক দৃষ্টান্ত।

---

[১] সূরা তাহরিম, ৬৬ : ১২।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

"তাদের কাহিনিতে অবশ্যই জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। এগুলো তো কাল্পনিক কাহিনি নয়। বরং কুরআন হচ্ছে পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও প্রত্যেক বস্তুর বিস্তৃত বিবরণ এবং মুমিনদের জন্য হেদায়ত ও রহমত।"[১]

আমরা বর্তমানে এমন এক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বাস করি যেখানে, অশ্লীলতা খুবই সহজলভ্য। লজ্জা-শরম ও হায়া উঠে যাচ্ছে সমাজ থেকে। আসুন আমরা জেনে নিই, সতীত্ব ও পবিত্রতার উজ্জ্বল নক্ষত্র মারইয়াম আলাইহাস সালাম এর ঘটনাটি।

বংশপরিচয়

বনী ইসরাঈলের মধ্যেও অনেক আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন। তারা ছিলেন খুবই ধার্মিক। ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নানা ইমরানের পরিবার ছিল এমনই একটি পরিবার। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾ ۙ ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ এবং ইবরাহীমের পরিবার ও ইমরানের পরিবারকে নির্বাচিত করেছেন। তারা ছিলেন একে-অন্যের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"[২]

ইমরান আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন ইবাদতগুজার মানুষ। তিনি ছিলেন দ্বীনদার, নিবেদিতপ্রাণ ও আল্লাহমুখী। দাউদ আলাইহিস সালাম-

[১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ১১১।
[২] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৩-৩৪।

এর বংশধর ছিলেন তিনি। ইমরানের পরিবারের তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁদেরকে ও তাঁদের বংশধরদেরকে তৎকালীন সমাজের নানাবিধ গুনাহ ও মন্দ বিষয় থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

ইমরানের স্ত্রী হান্নাহ বিনতু ফাকুদ ছিলেন একজন বন্ধ্যা নারী। একদিন তিনি দেখলেন, একটি মা পাখি তার ঠোঁট দিয়ে ছানাদের মুখে তুলে খাবার খাইয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে হান্নাহ'র মধ্যে মাতৃত্ববোধ জেগে উঠল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'হায়! আমারও যদি এমন সন্তান থাকত!' কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এটা ছিল অসম্ভব। কারণ, সন্তানধারণের বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছেন তিনি। তবুও তিনি আশা হারাননি। আল্লাহর কাছে দুআ করলেন যেন তাঁকে একটি সন্তান দেয়া হয়। আর আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের ডাকে সাড়া দিয়েই থাকেন! আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করলেন আর বললেন, 'কুন ফায়া কুন!' মানে, কোনো কিছু ঘটানোর জন্য আল্লাহ তাআলা শুধু বলেন, 'হও, আর তা হয়ে যায়!'

একদিন ইমরানের স্ত্রী তাঁর গর্ভে শিশুর নড়াচড়া অনুভব করলেন! কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি ওয়াদা করলেন, এই সন্তানকে আল্লাহর দ্বীনের খিদমতে উৎসর্গ করবেন তিনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

> **"(আর স্মরণ করুন!) যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে, তাকে আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম, দুনিয়ার সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত।"**[১]

ইমরানের স্ত্রী মনে-মনে চেয়েছিলেন, তাঁর যেন একটি পুত্র-সন্তান হয়। তাহলে এই সন্তানকে তিনি মাসজিদুল আকসার খিদমতে নিয়োজিত করতে পারবেন। এই মাসজিদ ছিল জেরুজালেমে। আর জেরুজালেম ছিল ইবাদত-বন্দেগির কেন্দ্রস্থল, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ এলাকা।

---

[১] সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩৫।

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন নবীজির সহধর্মিণীদের মধ্যে সর্বপ্রথম। তিনি জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী ফাতিমাতুয যাহ্‌রার মা। নবিজির নবুওয়াত প্রাপ্তির পর এই মহীয়সী নারীই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই সেই মহিলা, যাঁকে দুনিয়াতে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। জাহিলি যুগের কোনো প্রকার অশ্লীলতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাই বাল্যকালেই তিনি 'ত্বহিরা' বা 'পবিত্রা' উপাধিতে ভূষিতা হয়েছিলেন।[১] এই নামেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতনামা। রূপে-গুণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। সতীসাধ্বী এই বিদুষী মহিলার গুণাবলী বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

৫৫৫ খৃষ্টাব্দে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর পিতা ছিলেন খুওয়ালিদ বিন আসাদ। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কেবল একজন বিত্তশালীই ছিলেন না। বরং তার দূরদর্শিতার কারণে সমগ্র কুরাইশের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন

[১] উমদাতুল কারী, ১৬/৩৮১।
[২] তারিখে দিমাশক, ২/৯৯।

বুদ্ধিমতী ছিলেন। এজন্যই আরব সমাজের অন্যান্য পরিবারে যখন নারীর স্থান ছিল একেবারেই নিম্নে, খুওয়াইলিদ পরিবারে খাদিজার স্থান ছিল তখন অতি উচ্চে।[১]

বিবাহ

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে বিয়ের আগে বিবি খাদিজার দুবার বিয়ে সম্পন্ন হয়। তাঁর প্রথম স্বামীর নাম আবু হালাহ হিন্দ বিন নাবাশ তামীমী। আবু হালাহ্‌র ঔরসে তাঁর দুটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। আবু হালাহ্‌র ইন্তিকালের পর আতীক বিন আবেদ মাখযূমীর সাথে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর এই স্বামীও মারা যান। আর রেখে যান অগাধ ধন-সম্পদ। এর পর কিছুদিন তিনি একাকী থাকেন। ইতিমধ্যে দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বিয়ের পয়গাম পেয়েও সকল প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।[২]

ব্যবসা-বাণিজ্য

কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় খাদিজার পিতা তাঁর সমস্ত ব্যবসায়িক দায়িত্ব কন্যার হাতে সোপর্দ করেন। চাচা আমর বিন আসাদের অভিভাবকত্বে তিনি সেটা পরিচালনা করতে থাকেন। লোক নিয়োগ দিয়ে কারবার সামাল দিলেন তিনি। ঘরে থেকেই ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন খাদিজা। সিরিয়া থেকে ইয়ামন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায় তাঁর ব্যবসা। এই বিরাট ব্যবসা পরিচালনার জন্য তাঁর ম্যানেজার, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বহু গোলাম ছিল।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন যোগ্য মানুষ খুঁজছিলেন, যার হাতে ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, সদাচার এবং আমানতদারী সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন নবিজির নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন। তিনি তাঁর অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে গমন করতে পারেন। তিনি স্বীকৃতিও প্রদান করেন যে, অন্যান্য

[১] সিরাতে ইবনু হিশাম, ১/১৮৯।
[২] তারিখে দিমাশক, ৩/১৯৩।

ব্যবসায়ীগণকে যে হারে মুনাফা প্রদান করা হয়, তাঁকে তার চাইতে অধিক মাত্রায় মুনাফা প্রদান করা হবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার অর্থ-সম্পদ নিয়ে দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করলেন।[১]

নবিজির সাথে বিবাহ

সিরিয়া থেকে নবিজির প্রত্যাবর্তনের পর হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল, ব্যবসায় অনেক বেশি লাভ হয়েছে। আমানত-সহ এত বেশী পরিমাণ অর্থ নবিজি এনেছেন, যা ইতিপূর্বে কোনো দিনই পাননি। অপরদিকে দাস মায়সারার কথাবার্তা থেকে নবিজির মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ইত্যাদি বিষয়ে খাদিজা অবগত হন। এর ফলে তিনি নবিজির ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তখন এক বান্ধবীর মাধ্যমে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠান।[২]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি নিয়ে চাচা আবু তালিবের সাথে আলোচনা করেন। আবু তালিব এ ব্যাপারে খাদিজার অভিভাবকের সাথে কথা বলেন। উভয়পক্ষের সম্মতিতে তাঁদের বিয়ে হয়। এ সময় বিবি খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর, আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ২৫।[৩] খাদিজা জীবিত থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করেননি।[৪]

সন্তান-সন্ততি

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সন্তানদের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদিজার গর্ভজাত। তাঁদের প্রথম সন্তান ছিলেন কাসিম। এই সন্তানের নামেই নবিজিকে আবুল কাসিম বলা হয়। অতঃপর যথাক্রমে যায়নাব, রুকাইয়াহ, উম্মু কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহর জন্ম হয়। নবিজির দুই-পুত্রই বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের

[১] সীরাতে ইবনু হিশাম, ১/১৮৭-৮৮।
[২] আল-ইসাবা, ৮/১০১।
[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১১১।
[৪] ইবনু হিশাম, ১/১৮৯-১৯০।